ঝিনাইদহে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নে সেমিনার অনুষ্ঠিত

“স্কুল হোক বিজ্ঞান শিক্ষার আনান্দময় কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দু” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নে জেলা সেমিনার-২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঝিনাইদহ ওয়েলফেয়ার এফোর্টসের (উই) আয়োজনে ও বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আজ বুধবার (৩০ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ স্কাউট ভবনের অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহাজালালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধূরী।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার মাঃ আজহারুল ইসলাম, নারিকেল বাড়িয়া আমেনা খাতুন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আমিনুর রহামান টুকু, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মোঃ কামরুজ্জামান ও হরিণাকুন্ডু মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার মাছুরা খাতুন।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নির্বাচিত ২০টি ও হরিণাকুন্ডু উপজেলার ১০টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে এই জেলা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজের নবগঠিত এডহক কমিটির সংবর্ধনা

কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজের নবগঠিত এডহক কামটিকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে কলেজের হলরুমে এ সংবর্ধনা দেন

কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শহিদুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর পৌর মহিলা কলেজের নবগঠিত এডহক কমিটির সভাপতি ও কোটচাঁদপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,কোটচাঁদপুর পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক মেয়র এ কে এম সালাহউদ্দিন বুলবুল (সিডল), উপজেলা জামায়াতের আমীর ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোয়াবিয়া হোসাইন, পৌর মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও পৌর সভার সাবেক মেয়র একে এম সিরাজুল হক সিরু মিয়ার সহধর্মিণী কামরুন নাহার (ডলি), এডহক কমিটির সদস্য ও শিক্ষক রবিউল ইসলাম, শিক্ষক প্রতিনিধি আবু বকর সিদ্দিক।

এ ছাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠার স্মৃতিচারন করে বক্তব্য রাখেন, বিএনপি নেতা রেকজাউল ইসলাম, প্রাক্তন শিক্ষক মহাসিন আলী।

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধ পারাপারের সময় ৩১ জন আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা কালে ৩১ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করেছে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর সদস্যরা। আটককৃত ব্যক্তিদের মধ্যে নারী-১৯ জন, পুরুষ-০৭ জন এবং শিশু রয়েছে ৫ জন।

বিজিবি’র প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, গত ২৭ অক্টোবর রাত ৬টা হতে ১১টার মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ৮ জন এবং ২৮ অক্টোবর রাত ৩টা হতে পরদিন দুপুর ১১টা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ২৩ জনসহ সর্বমোট ৩১ জন বাংলাদেশী নাগরিক মহেশপুর উপজেলার শ্রীনাথপুর, মাটিলা, কুমিল্লাপাড়া, পলিয়ানপুর, বাঘাডাংগা

এবং জীবননগর উপজেলার বেনীপুর সীমান্ত এলাকা থেকে আটক করা হয়। মহেশপুর এবং জীবননগর সীমান্ত দিয়ে কিছু ব্যক্তি বাংলাদেশ হতে ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করছে এমন সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে উক্ত এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতরা হলেন বরিশাল, নড়াইল, রাজবাড়ী, চুয়াডাংগা, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, রংপুর ও চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলার বাসিন্দা।

আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়াও ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় ২ জন নারীকে আটকের পর আন্ত সীমান্ত মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়োক আইন ও ভিকটিম চিহ্নিতকরন সংস্থা, জাস্টিস এন্ড কেয়ার, যশোর এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য চলতি অক্টোবর ২০২৪ মাসে এ পর্যন্ত সর্বমোট ২৫৫ জন সদস্যকে অবৈধ সীমান্ত অতিক্রমের সময় মহেশপুর ও জীবননগর সীমান্ত এলাকা হতে আটক করে আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মহেশপুর (৫৮বিজিবি) ব্যাটালিয়নের পরিচালক শাহ মোঃ আজিজুস শহীদ।

ঝিনাইদহে রবি মৌসুমের বীজ ও সার বিতরণ

ঝিনাইদহে বিনামুল্যে ৫ হাজার ৯’শ ২০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রবি মৌসুমে শীতকালীন পেঁয়াজ, গম, ভ’ট্রা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারী ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ উপকরণাদী বিতরণ করা হয়। ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী এ উপকরণ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

সেসময় জেলা কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়, উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানায়, শীতকালীন পেঁয়াজ, গম, ভ’ট্রা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর, খেসারী ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৫ হাজার ৯’শ ২০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের মাঝে ২৫.০৭ মেট্রিক টন উন্নত জাতের শীতকালীন পেঁয়াজ, গম, ভ’ট্রা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, মসুর ও খেসারী বীজ এবং ১২০.৫ মেট্রিক টন রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।

শৈলকুপায় আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িঘরে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগ

ঝিনাইদহের শৈলকুপাতে আওয়ামী লীগ নেতার বাড়ি-ঘর ভাংচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার (২৬ অক্টোবর) রাতে টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমানের বাড়িসহ তার সমর্থকদের ১০-১৫টি বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে।

স্থাণীয়রা জানান, রিয়াদ নামে আব্দুল বারী মোল্লা’র একজন সমর্থকের কাছে মতিয়ার রহমানের ছেলে টাকা পাই। ওই টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে গত রাতে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে বাড়ি ঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

মতিয়ার রহমানের মেয়ে মোছঃ মিনা খাতুন জানান, বাড়ির সবাই রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। এসময় আব্দুল বারী মোল্লা’র ৫০-৬০ জন সমর্থক মিলে আমাদের বাড়িসহ আরও ১০-১৫টি বাড়িতে হামলা করে। সেময় আমাদের বাড়ির মেইন গেট দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকার চেষ্টা করে। অনেক চেষ্টার পর মেইন গেট খুলতে না পেরে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকে। বাড়িতে ঢুকে দেশীয় অস্ত্র ও লাঠি দিয়ে ঘরের মধ্যে থাকা বিভিন্ন আসবাবপত্র ভাংচুর করে, ঘরে থাকা আলমারীর তালা ভেঙে

নগদ টাকা ও স্বার্ণলঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। এসময় বাড়ির মহিলারা বাঁধা দিতে গেলে তাদেরকেও মারধর করা হয়।

আব্দুল বারী মোল্লা জানান, রিয়াদ নামে আমার একজন সমর্থকের কাছে মতিয়ারের ছেলেরা কিছু টাকা পাই। ওই লোক গতকাল সন্ধায় ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে আসছিল। এসময় তার কাছে পাওনা টাকা চাই। তখন সে বলে এই মুহুর্তে আমার কাছে টাকা নেই, পরে এসে দিয়ে যাবো। কিন্তু তারা তার কথা না শুনে তাকে মারধর করে। একপর্যায়ে তার মারধরের খবর শুনে আমার লোকজন ওখানে পৌছালে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটতে পারে এটা আমার জানা নেই, কারণ আমি গ্রামে থাকি না।

শৈলকুপা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুম খাঁন বলেন, এখনো পর্যন্ত এমন কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। যদি কেউ অভিযোগ দেয় তাহলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে দুই টাকার খাবারে তৃপ্তির হাঁসি

ঝিনাইদহে দুই টাকায় দুপুরের খাবারে হতদরিদ্রদের মুখে তৃপ্তির হাঁসি। এখন আর দুই টাকা দিয়ে লজেন্স ছাড়া তেমন কিছুই পাওয়া যায় না। ভিখারিকে দিলেও অনেক সময় নিতে চাই না। আর সেই সামান্য দুই টাকার বিনিময়ে জেলা শহরে হতদরিদ্রদের মুখেই দুপুরের খাবার তুলে দিচ্ছেন ঝিনাইদহের প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।

প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে নিয়মিত কর্মসূচির অংশ হিসাবে “দুই টাকায় হাসি” এ দুপুরের খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। “তৃপ্তির হাসি ফুটুক ভিক্ষুকদের মুখে মুখে” এই শ্লোগানে গতকাল শনিবার দুপুরে জেলা শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ পার্কে এ খাবার বিতরণ করা হয়। প্রতি মাসের নিয়মিত আয়োজনের ১০ম পর্বে আজ রোববার ঝিনাইদহ শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতিসৌধ পার্ক প্রাঙ্গণে ২০০ জন ভিক্ষুকদের মাত্র ২ টাকায় দুপুরের খাবার সাদা ভাত, সবজি, ডাউল ও মুরগির মাংস খাওয়ানো হয়। দুই টাকায় পেট ভরে

দুপুরের খাবার যা স্বপ্নের মতো।

শহরের ভিক্ষুক আজিজ মিয়া মাত্র দুই টাকায় দুপুরের খাবার পেয়ে বললেন, এটা আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। দুই টাকায় খাবার পাবো এটা কখনও ভাবিনী। এই সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলেন, আরও সংগঠন যদি এভাবে এগিয়ে আসে তাহলে গরীব অসহায় মানুষগুলো দুমুঠো ভাত খেয়ে বাঁচবে।

খাবার বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন, প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সাজিদ মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক এইচ এম জহুরুল ইসলাম, দুই টাকায় হাঁসি পরিচালনা কমিটির সমন্বয়ক মোঃ মেহেদী হাসান, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মোঃ ওসমান গনি, ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব ও ইমাম পরিষদের জেলা সভাপতি মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রহমান চৌধুরী, স্টেডফাস্ট কুরিয়ার ঝিনাইদহ জেলা ম্যানেজার মোঃ আবু জাফর কামাল সহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল সদস্যরা।

ইঞ্জিনিয়ার আব্দুর রহমান চৌধুরী বলেন, জেলা শহরের ভিক্ষুকদের এই মুখের হাঁসি যেন সদ্য ফোঁটা গোলাপের ন্যায় ফুটে উঠেছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এইচ এম জহুরুল ইসলাম জানান, ভিক্ষুক, এতিম শিশু, শ্রমজীবী ও অসহায়রাও তাদের মতো করে আত্মসম্মান নিয়ে সমাজে বসবাস করতে চাই। সম্পূর্ণ ফ্রিতে খাবার দেয়া হলে তাদের আত্মসম্মানবোধে আঘাত করা হবে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই ফ্রিতে না দিয়ে দুই টাকায় তাদের কাছে খাবার পৌঁছে দিতে।

প্রগতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সভাপতি সাজিদ মাহমুদ বলেন, প্রতিনিয়ত আমাদের কত টাকা তো এদিক-সেদিক খরচ হয়। আমাদের চারপাশে থাকা অসহায়, এতিম, শ্রমজীবি ছিন্নমূল পথশিশুদের জন্য কি আমরা এই সামান্য অর্থ ব্যয় করতে পারি না। আমরা মনে করি সমাজের পিচিয়ে পড়া এসব মানুষের সহযোগিতা করার জন্য অঢেল ধনসম্পদের চেয়ে সুন্দর মানসিকতাই বড়। এমন চিন্তা থেকে একদিন বন্ধু-বান্ধবের সাথে টোং দোকানের আড্ডা বাদ দিয়ে সেই টাকা ভিক্ষুক, অসহায় ইয়াতিম শিশুদের ও সুবিধাবঞ্চিতদের মুখে হাসি ফুটানোর প্রতিজ্ঞা করি। তারপর থেকেই আমাদের সংগঠনের পথচলা শুরু হয়।

ঝিনাইদহ এপেক্স ক্লাব অব নবগঙ্গার উদ্যোগে ডেঙ্গু বিষয়ক জন সচেতনতা

ঝিনাইদহ এপেক্স ক্লাব অব নবগঙ্গার উদ্যোগে ডেঙ্গু বিষয়ক জন সচেতনতা মূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসাবে লিফলেট বিতরণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকালে শহরের নবগঙ্গা নদীর তীরে এ কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় পথচারীদের হাতে ডেঙ্গু বিষয়ক জন সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও সদর হাসপাতালে ভর্তিকৃত ৫ জন ডেঙ্গু রুগীকে নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

এপেক্স বাংলাদেশের ডিজি-০৬ শাহানাজ পারভীন সেতু’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এপেক্সশিয়ান মাকসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এপেক্সশিয়ান আরিফুর রহমান রাজু, জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি রাশেদ মাজমাদার, ঝিনাইদহ ক্লাবের সদস্য জিহান লেমন।

পরে বিভিন্ন ক্লাব থেকে আগত ক্লাব প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারীগণ এবং মেহেরপুর, যশোর ও ঝিনাইদহের নবগঙ্গা এপেক্সসিয়ানরাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় এপেক্স বাংলাদেশের জেলা-৬ এর ২য় বোর্ড মিটিং সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠান শেষে এন.আই. আর. ডি. এপেক্স আতিকুল ইসলাম স্মরণে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দেড় বছরে ভাঙ্গলো তিনবার!

কপোতাক্ষ নদের পাড় ঘেষে যাওয়া খালিশপুর-যাদবপুর ভায়া জিন্নানগর সড়কের মহেশপুর পৌরসভার সামনে ১০২ মিটারের সড়কের ভাঙ্গন ঠেকাতে মাত্র তিন মাস আগে ব্যয় করা হয়েছে ৩২ লাখ টাকা। কিন্তু কোনো কাজেই আসেনি। চলতি সপ্তাহের বৃষ্টিতে আবারো ধসে পড়েছে সড়কটি। এরও এক বছর পূর্বে প্যালাসাইটিং বসিয়ে আরেক দফা চেষ্টা করা হয়েছিল, সেটাও কোনো কাজে আসেনি। বছর যেতে না যেতেই ধস নামে সড়কের ওই অংশের।

স্থানীয়রা বলছেন, সংষ্কার কাজ হয় কিন্তু তার মান সঠিক থাকে না। যে কারনে ২/৪ মাস যেতে না যেতেই ভেঙ্গে যায় গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটি। আর সড়ক বিভাগের দাবি দুই বছর পূর্বে নদী খননের সময় তলদেশ থেকে মাটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন তারা যেভাবেই চেষ্টা করুন না কেন কোনো কাজে আসছে না। তবে তারা এবার শক্ত ভাবে বাঁধ দিয়ে সড়ক সংষ্কার করবেন বলে আশা করছেন।

এদিকে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার ব্যস্ততম সড়কটি এভাবে ভেঙ্গে পড়ে থাকায় যানবাহন চলাচল করছে মারাত্বক ঝুকি নিয়ে। বড় বড় গাড়িগুলো প্রচন্ড যানজট এড়াতে উপজেলা শহরের ভিতর দিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আর ছোট ছোট যানবাহনগুলো ভাঙ্গনের পাশ দিয়ে ঝুকি নিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, ঝিনাইদহ জেলার সীমান্তবর্তী একটি উপজেলা মহেশপুর। ভারত সীমান্তবর্তী উপজেলা হওয়ায় এটির গুরুত্ব অনেক। এই উপজেলার মানুষের চলচলের জন্য প্রধান সড়ক হিসেবে কালীগঞ্জ-জীবননগর সড়কের খালিশপুর থেকে চলাচলের একমাত্র সড়ক এটি। এটি খালিশপুর থেকে কপোতাক্ষ নদ এর ধার দিয়ে মহেশপুর শহর পেরিয়ে দত্তনগর হয়ে জীন্নানগর পেরিয়ে যাদবপুর গেছে। সড়কটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতাধীন। ইতিপূর্বে সড়কটি খুবই খারাপ ছিল। চলাচলের অনুপযোগি হয়ে পড়ায় এলাকাবাসি দাবি জানিয়ে আসছিল মেরামতের। ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩৯ কোটি টাকা ব্যায়ে ওই সড়কটির সাড়ে ৪৮ কিলোমিটার সংষ্কার কাজ করা হয়। যার মহেশপুর শহরের কিছু রয়েছে কপোতাক্ষ নদ এর ধার ঘেষে। এই সংষ্কারের পর মহেশপুরবাসি ভালোভাবে চলাচল করে আসছিলেন।

এই অবস্থায় গত ২০২৩ সালের শেষ দিকে সড়কটির মহেশপুর শহরের মহেশপুর পৌরসভা ভবনের পাশে কপোতাক্ষ নদ এর ধারে ধস দেখা দেয়। ওই

স্থানের ১০২ মিটার জায়গার পিচ-পাথর বসে যেতে শুরু করে। এরপর দেখা দেয় ভাঙ্গন। অল্পদিনের মধ্যে সড়কটির উত্তর পাস ধসে কপোতাক্ষ নদ এর মধ্যে চয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দা শহিদুল ইসলাম জানান, সড়কটি ভাঙ্গন অবস্থায় তারা ঝুকি নিয়ে চলাচল করছিলেন। এরপর সড়ক বিভাগ থেকে একদফা সংষ্কার করা হয়। কিন্তু সেটা বেশি দিন টেকেনি। সংষ্কার কাজের ৮ থেকে ৯ মাস পরই আবারো ধস দেখা দেয়। এই অবস্থায় চলতি বছরের জুন মাসের দিকে দ্বিতীয় দফা সংষ্কার কাজ করেন। এবার মাত্র তিন মাস যেতে না যেতেই গত দুই সপ্তাহ হলো তৃতীয় দফা ধস নেমেছে। এবার সড়কটির অর্ধেক অংশের বেশি নদ এর মধ্যে চলে গেছে। কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহ হলো বালি দিয়ে গর্ত ভরাটের চেষ্টা করেছেন। সেটাও হয়নি, ইতিমধ্যে বালিও বসে গেছে। অনুমান করা হচ্ছে তলদেশ দিয়ে বালি সরে নদ এর মধ্যে চলে গেছে।

ওই সড়কে চলাচলকারী যাত্রীবাহি বাসের চালক শমসের আলী জানান, তারা যশোর থেকে কালীগঞ্জ হয়ে জিন্নানগর পর্যন্ত চলাচল করে থাকেন। এই ধসের কারনে তাদের মহেশপুর শহর ঘুরে যেতে হচ্ছে। এতে প্রায়ই শহরের মধ্যে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই ঘটনা মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে বলে জানান। তিনি বলেন, এই ভাঙ্গন রোধে স্থায়ী পদক্ষেপ জরুরী।

আর সড়ক বিভাগে খোঁজ নিতে গেলে এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জানান, তারাও সড়কটি নিয়ে চিন্তিত। কোনো ভাবেই এই ধস সামলাতে পারছেন না। সর্বশেষ তারা ৩২ লাখ টাকা খরচ করে রিটেনিং ওয়াল দিয়ে ভাঙ্গন ঠেকানোর চেষ্টা করেছেন। সেটাতেও এই ধস নামায় তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কিভাবে এই জায়গাটি রক্ষা করবেন।

বিষয়টি নিয়ে সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী আহসান উল কবীর জানান, তারাও এটি নিয়ে চিন্তিত।

তিনি বলেন, সড়কটির ৩ বছর পূর্বে যখন সংষ্কার হয়েছিল তখন কোনো সমস্য দেখা দেয়নি। পরে কপোতাক্ষ নদ খননের কাজ করা হয়। তিনি আরো বলেন, সাধারণত নদ-নদী খননের সময় ভেতরের মাটি কেটে পাড় বাঁধা হয়। এখানে সেটা করা হয়নি। নদ এর ভেতর থেকে কাটা মাটি সড়কের উপর রাখা হয়েছিল, সেই মাটি পরে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যে কারনে ভাঙ্গন স্থানের তলদেশের মাটি আলগা থাকায় এই অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। তবে তারা পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে টেকসই ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

[redacted]

[redacted]

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। দি ইউএসএআইডি আইন সহায়তা অ্যাক্টিভিটির আর্থিক সহযোগিতায়, ডেমোক্রসি ইন্টারন্যাশনাল বাস্তবায়নে এবং রাইটস যশোর সংস্থার অয়োজনে, আজ বৃহস্পতিবার (২৪ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সভাপতি মো:মোফাজ্জল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন ও সক্রিয়করণ সভায় উপস্থতি ছিলেন,ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, মো: ইউনুছ আলী সরদার, জেলা র্কমর্কতা, মাহমুদুল হাসান, উপজেলা সহকারী শৈলকুপা , বিষ্ণু পদ ঘোষ, উপজেলা সহকারী, কোটচাঁদপুর, আখি রানী পাল, উপজলো সহকারী, ঝিনাইদহ সদর, রাইটস যশোর।

সভায় বক্তারা সরকারি আইনী সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে গরিব, অসচ্ছল ও নির্যাতিত মানুষের আইনি অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন লিগ্যাল এইড কমিটির সক্রিয়করণ এবং প্রচার-প্রচারণার উপর গুরুত্ব এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে যার যার প্রথা, রীতি মেনে চলার আহবান জানান। এছাড়া নিজেদের অবস্থান থেকে ইউনিয়নের তৃণমূল পর্যায়ে বসবাসরত জনসাধারণকে গরিব, অসহায়, লিগ্যাল এইড কার্যক্রম এবং সরকারের সহযোগিতা করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয় ।